দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 JUL 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ......

কোচিং বাণিজ্য যে কোন মূল্যে বন্ধ করা হবে

সব শিক্ষকের হাতে পৌঁছবে নীতিমালা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

মনিটরিং কমিটির প্রথম সভা

যে কৌশলেই হোক না কেন কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করা হবে। এর অংশ হিসাবে শিক্ষকদের উদ্বুদ্ধকরণের জন্য একাধিক কর্মশালার আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোচিং বাণিজ্য বন্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠিত মনিটরিং কমিটি। গতকাল সোমবার ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মনিটরিং কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সভায় কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, কোন শিক্ষক যাতে বলতে না পারেন, আমি নীতিমালা সম্পর্কে জানি না, বা নীতিমালার কপি পাইনি-এ লক্ষ্যে সব শিক্ষকের হাতে নীতিমালা কপি পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কোচিংয়ে নিরুৎসাহী করার জন্য ঢাকা শহরকে তিনটি ভাগে ভাগ করে কর্মশালার

পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

কোচিং বাণিজ্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আয়োজন করা হবে। এর মধ্যে তেজগাঁও কলেজ, ঢাকার দক্ষিণাংশের শিক্ষকদের জন্য কবি নজরুল কলেজ এবং উত্তরাংশের জন্য উত্তরা হাইস্কুলে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক ছাড়াও গভর্নিং বডির সভাপতি বা তার মনোনীত প্রতিনিধিদের এই কর্মশালা উপস্থিত হতে হবে।

এছাড়া প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষক কোচিংয়ে জড়িত রয়েছেন, তাদের তালিকা সংরক্ষণ করার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানকে অনুরোধ জানিয়েছে মনিটরিং কমিটি। কমিটির সদস্য সচিব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (ঢাকা) এ কে এম মোস্তফা কামাল বলেন, আমরা মনিটরিং করার সময় এই তালিকা দেখব।

তিনি আরো জানান, যে করেই হোক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে এই নীতিমালা যাতে বাস্তবায়ন হয় সে বিষয়ে আমাদের নজরদারি থাকবে।

অভিভাবকরা জানিয়েছেন, এই কমিটিকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা দেয়া উচিত। যাতে পরিদর্শনে গিয়ে কোচিংয়ে জড়িত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেলে নীতিমালা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে। নীতিমালা অনুযায়ী কোচিং বাণিজ্যে জড়িতদের বিরুদ্ধে নীতিমালায় যে শাস্তির কথা উল্লেখ আছে, তা বাস্তবায়ন হলেই অনেকটা কোচিং বাণিজ্য কমে যাবে।